Gandharer

Prem grantha

Gargi Bhattacharya

***

Copyrighted Material

গান্ধারের

প্রেমগ্রন্থ

* * *

গার্গী ভট্টাচার্য

মায়াবী চোখের

কোনো মানুষকে

এই বইটির কবিতাগুলি একটু অন্য ধাঁচের । বেশ কিছুকাল আগেই

লেখা ছিলো । অবশেষে আমার ভক্তের চাপাচাপিতে বই আকারে প্রকাশিত হল । এই ভক্তই আমাকে প্রেমের কবিতা লিখতে উৎসাহিত করেছেন । ওঁকে এই জন্য ধন্যবাদ জানাই । জীবনে কোনোদিন প্রেমের কবিতা লিখবো ভাবিনি ।

জানো, ভালোবাসার কবিতার আড়ালেও লুকিয়ে থাকে অশেষ বেদনা , নয়ন জল ।।

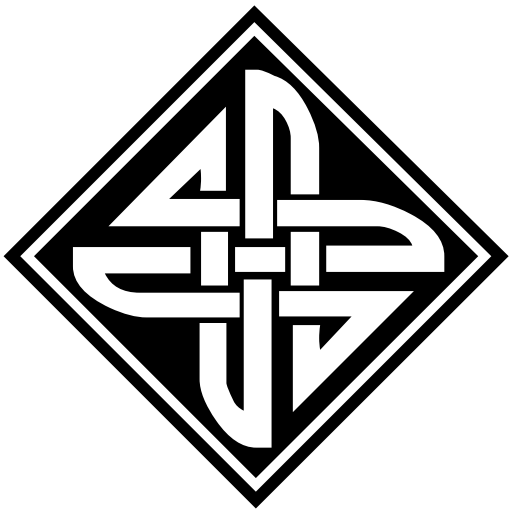

গান্ধারের প্রেম

আকাশে যদি কখনো নানা আকৃতির মেঘ দেখো

আর তখন মনে মনে কোনো কাছের মানুষের

কথা ভাবো যে তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে

সুদূর কোনো দেশে অথবা মরুপ্রান্তরে

যেখানে আছে কেবল গ্রিলড্ মৎস্য

কিংবা ঝাঁঝালো শসার আচার

তাহলে অবচেতনে কিন্তু এমনও হতে পারে

যে সেই মানুষটি তোমাকেই কামনা করে করে

ঐসব আকারের মেঘ এঁকে দিচ্ছে গগন ভেদী মহাশূন্যতায় ।

আহা ! একে কি তবে প্রেম বলে না ?

মরা মানুষ

যারা মরে যায় তারাও ভালোবাসতে জানে

এগুলো কোনো কাব্যে বলা আছে কিনা

আমি জানিনা তবে আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে ভরা

এমন অনেক গদ্য পদ্য ।

আত্মার সাথে প্রেম করে পরজন্ম শানায় যোগীরা

এমন তো শোনা যায় ।

সেখানেও আছে পারস্যের গোলাপ , তাজমহল ,

মারণ উচাটন ---

মরণের আগেই কেউ কেউ ওপাড়ের অস্তিত্বের

সাথে সংযোগ তৈরি করতে

নিভৃতে প্রেম দরিয়ায় শক্তি স্ফুরণ ঘটায় ।

একটা দরদী গল্প শোনো

সে এক রাজহংসী ছিলো

যে নাকি কেবল খেলে বেড়াতো ।

একদিন তার বিয়ে হলো এক বাদামী ঘোড়ার সাথে ।

দেশ বিদেশ ঘোরার পরে সে জানতে পারলো

পূর্বজন্মে সে ছিলো এক রূপসী রাজকন্যে !

তার ছিলো এক যাযাবর প্রেমিক যে তাকে আই লাভ ইউ

বলে , ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড করে চলে যায় ।

অবশ্যি মাস ছয়েক সে দেশে ছিলো । বেদুইনরা যেমন হয় ।

যাবার আগে রাজনন্দিনীর কুৎসা রটিয়ে দিয়ে যায় ---

সে নাকি ধূর্ত শেঁয়াল , অভিজাত উলঙ্গিনী ।

রাজার দুলালী তার যাযাবর প্রেমিককে অনেক অনেক উপহার দিলেও সেগুলি বেদুইন নষ্ট করে দেয় । কারণ ভালোবাসা তো ছিলো না । লালসার লেলিহান অগ্নিশিখায় পোড়া রাজার মেয়ে অন্য দেশের রাজমহিষী হল । হল রাজমাতা । কিন্তু কন্যার পিতার ইতিহাস কেউ জানলো না ।

এই দেশের রাজা ছিলো অত্যাচারী । কিন্তু তার দুই রাণী ও অজস্র উপপত্নীর মধ্যে রাজহংসীকেই যেন বেশী মনে ধরেছিলো ।

স্বাধীনচেতা ছোটরাণী বা রাজহংসী শৃঙ্খল না মানায় সম্রাটের রোষের শিকার হয় ও একদিন পলায়ন করে । তারপর শুরু হল চোরাশিকারীর খেলা ।

তন্ত্রমন্ত্রের বীজ বুনে তাকে হত্যা করার সাথে সাথে, পলাতকা রাজহংসীর সমস্ত জিনিসপত্র ও গৃহপালিত কুকুর হোমশিখায় ছুঁড়ে ফেলা হল । যাযাবরের সেই অবৈধ্য কন্যাটি ততদিনে বড় হয়েছে ।

সেও নিস্তার পেলো না ! হল ধর্ষিতা, পালিত পিতার দ্বারা ।

এই জন্মে রাজহংসী খেলাধূলা সেরে এই এতদিনে এক তপস্বিনী হয়েছে । এখন সেই নরেশ এসে ওপাড় থেকে বলছে, আমি তোমাকে ভালোবাসি প্রিয়ে ! সব ভুলে যাও । এসো আমরা আবার প্রাসাদ গড়ি । তোমাকে পাটরাণী করবো !

আবার সেই বেদুইন প্রেমিক অনেক ঠকে জীবন বুঝেছে। সেও বিরাট মাপের মানুষ ! সহস্র লোকে তাকে পুজো করে।

ঈশ্বর তার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন কে শেঁয়াল আর কে পরী !

এক সার্কাসের বামনকে গৃহিনী করে বিশেষ কিছু দেখে , কেবল তাই নয় তাকে আত্মার আত্মীয় হিসেবে চিহ্নিত করে সাত জন্মের শপথ নেয় ---

শুধুমাত্র ধর্ম এক বলে।

তা ছিলো বেশ।

মগজ ধোলাই খাসা ছিলো, রসে বশে-- যতদিন না ভেঙে পরে মাথার ওপরে কাঁচের আকাশ !

আত্মার আত্মীয়কে বিয়ে করা সেই বৌ নাকি পতির প্রিয় বন্ধু ও তাদের ধর্মের এক মাথার, সন্তানের মা। এই নকল প্রফেট মানুষটি কথায় কথায় অন্যের শিরোচ্ছেদ করে।

মহাবিশ্ব সবার বিচারক। কোনো অজানা কারণে

আজ দুজনেই রাজহংসীর পানিপ্রার্থী।

এরা কি প্রিয়দর্শী প্রণয়ী ? পৃথ্বিরাজ চৌহান ?

কবিতায় যারা , তারা কী বলে ?

তাজমহল

তাজমহল তো

চোখের জলেও গড়া যায় ।

ধরো যাদের কেউ কখনো ভালোবাসেনি ।

সবাই ছুঁড়ে ফেলে দেয় ।

প্রতিটি মানুষেরই হৃদয়ে প্রেম থাকে ।

ভালোবাসার সংজ্ঞা হল- কদর্যকে সুন্দর করা ।

শ্বেত পাথরের তাই বুঝি অত প্রয়োজন নেই ।

তারায় টুইট করেছিলো যারা

তোমার নাম লেখা আছে তারায় তারায়

মনের কোণে আজকাল আর কিছু রাখিনা

কারণ হ্যাকিং হবার ভয় !

তারা হয়ত বা খসে পড়ে তবুও তার আগে

ড্যাটা ট্রান্সফারের একটা সম্ভাবনা থেকেই যায় !

তোমার আমার মন দেওয়া নেওয়া হয়েছিলো

কলেজের দিনে, রঙীন সাঁঝে --শামুকের গতিতে ।

তারার শহরে, চাঁদের কাগজে সই করে ।

সে কথা আজকাল কি ব্র্যান্ড নিউ মানুষদের বোঝানো যায় ?

আমাদের প্রেম ছিলো গোলাপী জোছনা । বড় বড় পা ফেলে হেঁটে যেতাম কোনো পুষ্পিত গোধূলীতে লাইব্রেরি কিংবা ল্যাবের পথে ।

আমরা একই অক্সিজেনে বাঁচি ,

হয়ত তাই সবসময়ই তুমি আমাকে স্পর্শ করে থাকো ।

আমরা ভালো আছি

টুইটারে হাই , হ্যাল্লো না করলে আমাদের গোঁসা হয়না ।

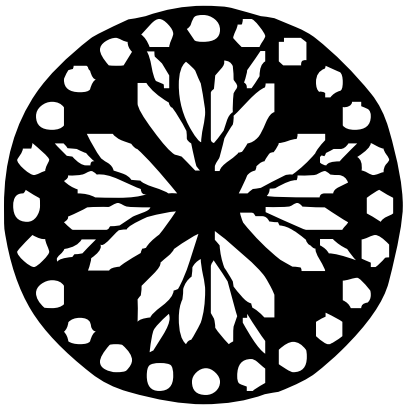

বিস্ফোরণ

ফেসবুকে আলাপ করে প্রেম হল এক বুড়োর সাথে

মেয়েটির , তবে মেয়ে হলেও বয়স প্রায় অর্ধ শতাব্দী !

যোগা করে বলে সুঠাম দেহী ।

বচসা হলে রাগ বাড়ে , ফেসবুকে কলহ থেকে কদর্য শব্দের

ফল্গুধারা ।

বুড়োমানুষ বলে, আমরা সবেতেই অভ্যস্ত ।

আমরা তো বৃদ্ধ কাছিম , কলেজ গোয়িং নই !

হোক্ না মিঠি মিঠি রিং টোনের বদলে বিষের ছোবল

আমাদের মোবাইল আতরে ।

তোমার চাঁদনী আদর না হয় ভুলেই গেলাম ।

পান করলাম এক আঁজলা নিম সরবৎ , গহীন বনের ধারে

শীতল অমানিশায় ! ক্ষতি কি ?

ক্ষতি কি ? যদি আমরা পরীর পাখনায় না উড়ে ,ভাসি বারুদ বা আগ্নেয়গিরিতে ?

আমরা তো কচিকাঁচা নই ? মোরা শ্রাবস্তীর কারুকার্য করা

রাজকন্যা কিংবা নারায়নহিতি প্রাসাদের পাহাড়ি পুরুষ !

আমরা অজস্র গড়তে দেখেছি , ভাঙতেও । ইরাক থেকে ইউক্রেনের যুদ্ধ ।

আমরা জীবন্ত শহীদ ।

এসো আমরাও ভালোবাসতে জানি ।

ট্যারো

কৃষ্ণ ভামিনী এলোকেশী ট্যারো পড়ে

সুদৃশ্য কার্ডগুলি ছড়িয়ে নিয়ে

সাজানো টেবিলে বাঙ্ময় অ্যাঞ্জেলিনা

টেন অফ্ পেন্টাকেলস্ , কুইন অফ্ সওর্ড্স্ ---

মেয়েটি ভালো ব্যাখ্যা করে কিন্তু পথ প্রদর্শক

ওর আত্মারা । তারাই কার্ড সাফেল করে হদিশ দেয় ।

এমনই এক আত্মার সাথে যুগ যুগান্তের প্রেমে বাঁধা ওর

আত্মা । কত জনমের সখা সে - অ্যাঞ্জির !

দুটি তরঙ্গের ভালোবাসা প্রস্ফুটিত হয়

ট্যারো টেবিলে--- নীলাভ বাতির হাসনুহানা ঘ্রাণে ,

রাত্রি যেন তখন এক নাগ কন্যা ।

ছোবল মেরে তুলে নেয় কোনো কোনো কার্ড !

কী লেখা আছে তাতে, এক মূহুর্তে পড়ে ফেলে আকাশী ওড়না জড়ানো অ্যাফ্রিকার কালো মেয়ে অ্যাঞ্জি ।

তার এই বিমূর্ত প্রেমের কোনো দিগন্ত দেখা যায়না । তবুও প্রতিটি গোধূলিতে, ইস্কাবনের বিবি নয় ট্যারো কার্ড সাজিয়ে

মেতে ওঠে এক মিথকথনে,

হয়ত কোনো চাঁদভাসি ক্ষণের আশায় ।

টুইন ফ্লেম

কেবল টুকরো হচ্ছে প্রেম গ্রন্থ !

আগে শুনেছি সোল মেট ।

এখন শুনছি --টুইন ফ্লেম ।

আরেক ইনকরপরেশান ।

আরে বাবা প্রেম করতে গেলে , শর্ত লাগবে কেন ?

টুইন ফ্লেম বিশারদেরা বলেন --এরা এক আত্মার দুই অংশ ।

একই কম্পন ও স্পন্দন এইসব ছাইপাশ ।

আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়না একই আত্মা মানে ভাইবোন কিংবা এক মানুষ দুই ভাগ হয়ে অন্য টাইম ও স্পেসে আছে ?

এখানে প্রেমের অভিব্যাক্তি কোথায় ? সমানে সমানে তো প্রেম থাকেই !

অসময়ে মৃতজনে প্রাণ দেবার নামই তো ---!

চিকেন মোমো

চিকেন মোমোয় হাড় নেই তো কি? চিকেন কাবাবে হাড় ছিলো ।

কাবাব মে হাড্ডি ? হ্যাঁ, এমনটাই হল !

আজকাল নাকি ভালোবাসার সাথে, ওষুধের এক্সপায়ারি ডেটের মতন একটা মতলব লেবেল আটকানো থাকে । সেটা যারা দেখতে পায়না তাদের চিকেন কাবাবে হাড় পাওয়া যায়, পার্টি শেষে ।

আধুনিক যুগে বিড়ালের বড্ড নাক উঁচু

হোম ডেলিভারি ছাড়া মন ভরে না ;

কাবাবের হাড়গুলো চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ।

মনটাও ভালো নেই । অবসাদের ওষুধগুলো বদলে বদলে হাঁফ ধরে গেছে ।
তাই চিকেন মোমোতে এবার চিকেনের বদলে প্রেম ভরতে শিখতে হবে ।

নারী

প্রেমিকার দেহ নিয়ে কাব্য করেনি এমন পুরুষ তো নেই
স্ত্রীর মন নিয়ে ভাবুক হয়নি এমন মানুষও কম
কিন্তু নারীর দেহ নিয়ে কবিতা লিখেছে এমন কবি সত্যি
পাওয়া ভার। কারণ অনেক তেমন কবি থাকলেও প্রকৃত নারীকে নিয়ে
কাব্য করা বুঝি অসাধ্য ।

সমুদ্রে যদি নারীকে স্নান করাও অথবা
চাঁদের আরশিতে ডোবাও তাও মেটাফোর
নারীকে কি স্পর্শ করা যায় ?
যদি যেতো- তাহলে প্রতিটি লগনে এত নতুন নতুন পুরুষ
সেই লাবণ্যময়ীকে নিয়েই কি এত কৌতুহলী হতো ?

নারী যেন অসীমে মিশেছে । তার স্তন ও যৌবন

দ্বিমাত্রিক থেকে ছাই হয় আবার কোনো সিন্ডেরিলা এসে

তাকে বহুমাত্রিক করে । সে যেন এক স্পর্ধিত অবয়ব !

যুগে যুগে প্রতিটি পুরুষ তাকেই ছুঁতে চায় ,

আর জড়িয়ে পড়ে মাকড়সার জালের মতন মিহিন কোনো প্রেম রসে ।

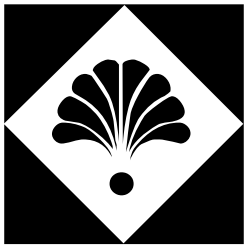

মিসেস সেন

মিসেস সেনকে ভালোবাসার উপযুক্ত মনে করেনা কেউ

কারণ উনি মেন্টাল --অবসাদে ভোগেন,

ও একজন বিবাহ বিচ্ছিন্না রমণী ।

কফির পেয়ালা নিয়ে যখন সুপার মার্কেটে ঘোরেন গ্রসারি শপিং এর আছিলায় এইদিক থেকে ঐদিকে ,

কিছু লোকে আড়ালে হাসাহাসি করে পাগলিনী বলে ।

আমার মনে হয় ওরই সবচেয়ে বেশি প্রেমের প্রয়োজন !

কিন্তু আমার কথা শুনবে কে ?

কার্গিল যুদ্ধে দুটি পা হারান সেনানায়ক প্রেমচাঁদ নায়ক ।

আজব নাম । ছদ্মনাম নয় ।

মিসেস সেনের বয়ফ্রেন্ড । দুজনে টেক অ্যাওয়ে নেন প্রায়ই ।

মাঝে মাঝে মিসেস সেন রান্না করে প্রেমের চাঁদকে দিয়ে থাকেন ।

ভদ্রলোকের পুত্র স্বপ্ননগরী যুক্তরাষ্ট্রে থাকে । বাবাকে নকল পা গড়ে দিয়েছে । বাবা হেঁটে পাগলিনীর ফ্ল্যাটে যায় ।

আমার মনে হয় একবিংশ শতাব্দীতে আমরা

প্রেমটাকে একটু সাফেল করে নিতে পেরেছি ।

সুললিতা ও থিওডোর

সুললিতা একজনকে ভালোবেসেছিলো তা ধরো স্বাধীনতার আগে,

তখন সে ছিলো হিন্দু মেয়ে ইন্দুমতী আর প্রেমিকটি ইসলাম ধর্মী

কোনো আকবর মানুষ ।

বিয়ে তো হলনা । কারণ তখন ছিলো তা চূড়ান্ত অনৈতিক ।

কিন্তু শপথ নিলো তারা , অদেখা ঈশ্বরের কাছে

পরজনমে দেখা হয় যেন । ওরা মরে গেলো ।

মানব জমিনে দেখা তো হল কিন্তু কেমন সব বদলে গেছে ! কেউ আর কাউকে চিনতে পারেনা । দুজনের চরিত্র , মনোভাব , আকার এমনকি প্রেমের ডায়নামিক্সও বদলে গেছে । ঈশ্বর তো চিত্রগুপ্তকে সি-ই-ও নিযুক্ত করেছেন কাজেই সম্পর্ক শুরুও হল । কিন্তু ওরা বুঝে গেলো যে যা একবার মহাজগৎ কেড়ে নেয় তা ফিরে পাওয়া যায় না। তাতে লাভের থেকে লোকসানের সম্ভাবনাই বেশি । কারণ জীবনের অর্থ বিবর্তন । আর কালের গহ্বরে একদিন না চাইলেও সবকিছুই হারিয়ে যায় ।

আঙুর ফুল

তোমাকে আঙুর ফুলের রসের মতন মনে হয়
যত বয়স বাড়ে, তত রসকলি
আর রাতপরী হবার ছলে যখন বিবসনা হও
তখন চামড়া খুলে রেখে আত্মা দেখিও ; প্রতিটি পূর্ণিমা
ও অমানিশায়-- কারণ নগ্নতার অর্থ
চেতনার বিবরে বিবরে আন্দোলন ।

লজ্জা পেয়ো না নিজেকে ঝলসে নিতে
প্রতিটি শ্যামের বার্বিকিউ ওভেনে,
কারণ রাধাকে ওরা চিরটাকালই ভালোবেসেছে ।

সিগার

আজ অনেক বছর পর দেখা

মেলবোর্নে, ট্রামের কামরায়

সাহেবী হ্যাটে ঢাকা মুখটায়

অপরাহ্নের ছায়া আর রূপালি ফ্রেঞ্চ কাটে

সিগারের ঈষৎ ছাই --- ।

আমাকে আবার মুগ্ধ করলো ।

কলেজের ক্যান্টিনে গিটার হাতে

হৃদয়ে বিস্ফোরণের গীতি

শরীরে শরীরে নীল স্ফীতি

আবীরের গন্ধ আর হাজার হাজার পাপড়ি উপহার

সেইসব দিনগুলি ফিরে এলো এক ইলেকট্রনিক ঝটকায়

এখন সব হোয়াটস্ অ্যাপে হয় ।

যা ছিলো তুষার মাখা ,

তা আজ সরোবরে ভাসমান পদ্মপাতা ।

সুগন্ধী মেঘ ও অজস্র হংসমিথুন উজ্জ্বল

শুধু ক্যানভাসটা বদলে গেছে ।

আশেপাশের সবার চোখে পড়ছে তবুও সকলে

আশ্চর্য রকম নীরব !

বরং এসব নিয়ে উৎসব করছে ।

কারণ পাখি দুটি , একে ওপরের অপেক্ষাতেই

বুঝি এতদিন

সঙ্গীহীন ছিলো ।

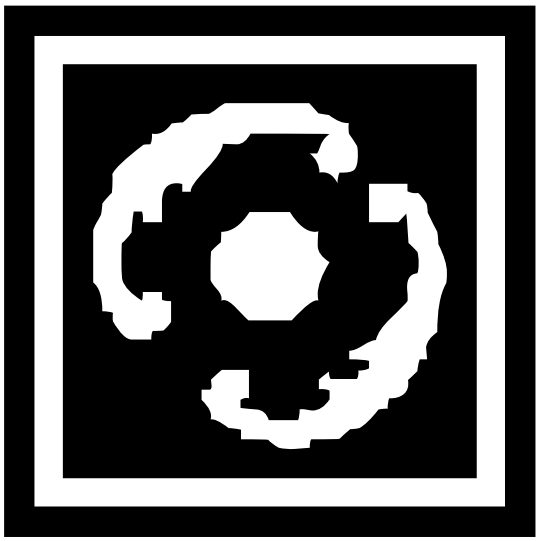

ধ্বনি

এমন ধ্বনির FM তুমি শুনেছো

যাতে নিজের হৃৎপিন্ড ধুয়ে নিলে

রং বরষা হয় আর ভালোবাসার গানের মতন

প্রতিটি কোষে কোষে জেগে ওঠে

প্রণয়ীর বাঁশির সুর ?

এমনও রামধনু আছে যাতে স্নান করে

মাদক দ্রব্য হয় অগ্নিমন্থ ।

অবিনশ্বর জেনেও ফুরিয়ে যায় যাদের প্রেম

তারাও জেগে ওঠে শঙ্খশুভ্রে, সেই রামধনুর পরশ পেয়ে ।

নোঙর

রিয়া, পিয়া, টিয়া, মিয়া, দিয়ার সাথে এস এম এস করে করে প্রেম

আর রাতভর বৃষ্টি ঝরে

এক চিলতে ফ্ল্যাটের কোণায় ।

জমানো টাকায় কেনা মন্দ্রিতা মল্‌হারের এই এক

আশ্রয় , কাজ করে বিদেশী ব্যাঙ্কে , কলকাতায় ।

প্রেমিক সুতনু, ভাবুক নাহলেও স্মার্ট আদমী আর মন্দ্রিতা

পুরনো ধাঁচের প্রেমে বিশ্বাসী এক বোকা মেয়ে--তাই এই নিয়েই গোলমাল ।

মেয়েটির হৃদয়ে, রূপার তারে রিফু করা হলাহল

আর মনের গহীনে বিবর্ণ ঝাড়বাতির রেখাচিত্র ।

আয়নায় নিজেকে হলিউড হাঙ্ক দেখা প্রাণেশ

ওর শুভ জন্মদিনে, হ্যাপি বার্থ ডে হুইশ করে বলে ---

নিজেকে চার্জ করতে আসি তোর কাছে , তুই-ই তো আমার

বর্ণালির নোঙর ।

আদিরস

একে তুমি কি বলবে ?

আদিরস নাকি আধুনিক ভাষায় ডেটিং ?

এই দেখোনা ওদের ঝগড়া হলে

মিস্টার তার মিসেসকে কাঁধে করে তুলে নিয়ে

সোজা ঢুকে যায় সবুজ কোনো বনজ গুহায় !

সেখানে না আছে কোনো মোবাইল অ্যাপ

না কোনো বিজলী বাতি

না কোনো ছিরিছাঁদ

না কোনো টারজানের স্মৃতি ।

একে তুমি শব ব্যবচ্ছেদ যদিবা বলো

তাহলেও ভুল কারণ ওরা লিভ টু গেদার করে

আর একে ওপরকে ভালোবাসে ।

তবে কি গীর্জার ঘন্টায় নাহলেও

লাল নীল জরির

ফিতায় বাঁধা এই সম্পর্ককে

তুমি নিখাদ ভালোবাসাও বলতে চাও না ?

একটু উষ্ণতা

ভ্লাদিমির, হিটলার অথবা স্টালিনের মতন
লৌহ মানবের অন্তরকে যদি থার্ড ব্র্যাকেট ধরো
হয়ত তার ভেতরেও আছে কিছু উষ্ণতা
তা নাহলে হয় বলো ?
মহাজাগতিক পাখিও তো দু কলি গান গায়
আর নীহারিকায় বেজে ওঠে দরবারি মালকোষ

আমি ঠিক জানিনা এইভাবেই হয় কিনা
তবে মনে হয় রক্ত, মাংস আর রতিকলা ছাড়াও
উষ্ণতা একটু আছে ;
নাহলে সাপিনী , বাঘিনী , দাউদ ইব্রাহিম এরা সব্বাই মরে যেতো
এক্কেবারে মরে যেতো ।

মধুমাস

একটি হলুদ পাখির সাথে আমার প্রেম ।

আমার পাহাড়ি বারান্দায় রোজ সকালে এসে বসে

এই পাখিটা । মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে সে হাঁটতে যায় দূর অজানায় ।

আমাকে ও খুব ভালোবাসে ।

উজ্জ্বল রং , কালো মাথা আর ধূসর দুটি চোখ ।

লম্বা ঠোঁটে করে জুটিয়ে আনে দেবদারু গাছের শুকনো পাতা ,

ভ্যালেন্টাইনস্ ডে-তে । আমি গুছিয়ে রেখেছি আমার চন্দন কাঠের বাক্সে ।

বদলে আমি ওকে বুকভরা ভালোবাসা দিই ।

ওর সোহাগ , আদর শর্ত বিহীন ।

তাই ওকে মন দিয়েছি ।

কে বলে ক্লীবলিঙ্গ বলে কেউ আমায় মন দেবেনা ?

হলুদ পাখিতেই তো আমার মধুমাস ।

মারিয়া

কোকো যখন অমল বোসকে ছেড়ে চলে গেলো তখন অমলের মন কষ্টনুড়িতে ভরে উঠলো কারণ বৌকে সে খুবই ভালোবাসতো । ভাবলো আর কাউকে কোনোদিন মন দিতেই পারবে না । কিন্তু পরে বুঝি সে মারিয়াতে মজলো ।

রীতিমতন গীর্জায় গিয়ে তাকে বিয়েশাদী করে ঘরে তোলে অমল ।

এই চার্চটি একটু ফরাসী ঐতিহ্য মাখা , ভাঙা গোছের তবে এক পাদ্রী নিয়ম মেনে অর্চনা করেন । অমলের কী মনে হল হিন্দু থেকে যীশুপন্থী হল । গীর্জায় তাই ইদানিং বেশি সময় কাটাতে পারে । সন্ধ্যার পরে বারান্দায় বসে মারিয়ার সঙ্গে প্রেম ভালোবাসা করে ।

অনেক রাতে বাসায় ফেরে । আকাশে তখন আধফালি চাঁদ !

অমল এতেই ভালো আছে । অনেকে বলে কোকো যাবার মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে সে মারিয়াকে বিয়ে করেছে । আলাপ তারো দুদিন আগে । এতটা তাড়াহুড়ো না করলেও চলতো । বৌ বলে কথা !

আসলে কোকো, পড়শী অরবিন্দ সিন্‌হার সাথেই বুঝি পলায়ন করে । সেই নিয়েই গোলমাল । তা ঘরোয়া ঝামেলা আর স্ক্যান্ডাল ।

তবুও মারিয়ার সঙ্গে যৌথ জীবন বড্ড তাড়াতাড়ি হল । নাহলে হয়ত অমল প্রাণে বাঁচতো না ! মারিয়ার পুরো নাম মারিয়ানা, নারকোটিক্‌, সোজা কথায় নেশা ধরানো ড্রাগ্‌স্‌ ।

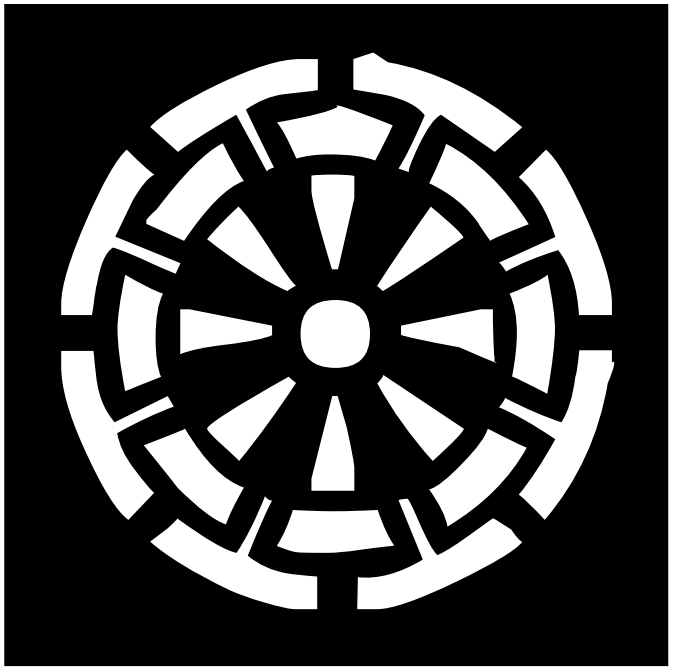

The End